খণ্ড ৩, সংখ্যা ৩
Vol. 3, No. 3

ভাবনগর
BHABNAGAR

অক্টোবর ২০১৫
October 2015

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের ঐতিহ্য-সাধনা

শামসুজ্জামান খান

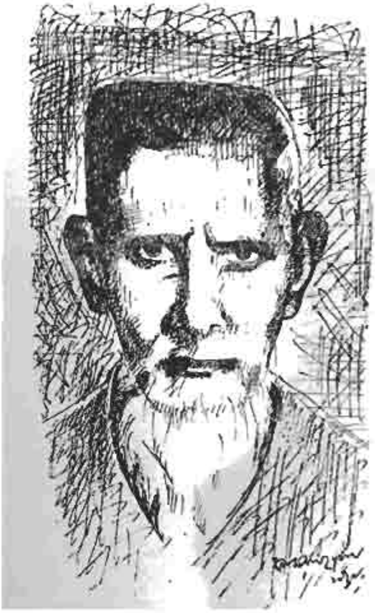

কামরুল হাসান অঙ্কিত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের প্রতিকৃতি

Contemplation of Abdul Karim Shahityavisarad on Tradition

Shamsuzzaman Khan

Abstract

Works of Abdul Karim Shahityavisarad and his unique fame are at the center of Bengali literature and culture. Firstly, his devotion towards outlining a comprehensive history of Bengali literature, his collection of hundreds of manuscripts of Bengali works written by both Hindus and Muslim poets as well as his competent work in collating, editing and interpreting literary texts had been some of the most significant historic events in themselves; secondly, his numerous essays based on the primary source materials at his disposal had been invaluable in adding much to the repertoire of literary chronicles of Bengali literature in the pre-colonial period; thirdly, his sagacity, historical vision and unique expertise in editorial work on punthi manuscripts are testimonies to his genius and erudition. This article is a study of the various universe of Abdul Karim Shahityavisarad from a multi-dimensional point of view. In addition we place him in a comparative vein with other leading historians of Bangla language and literature, as well as comparable foreign figures such as Finland's Mikael Agricola, Elias Lönnrot, and Henrik Gabriel Porthan and Germany's Johann Gottfried von Herder, Immanuel Kant, and England's Bishop Thomas Percy. We firmly expose the way a Bengali genius made his mark in the study of oral traditions and the manner in which his work was appreciated worldwide.

ফিনল্যান্ডের মাইকেল এ্যাগ্রিকোলা (Mikael Agricola ১৫১০-৫৭), এলিয়াস লোনরটি (Elias Lonnrot ১৮০২-৮৪), হেনরিক গ্রাবিয়েল পোর্থান (Henrik Gabriel Porthan ১৭৩৯-১৮৮৫) ও জার্মানির ইয়োহান গডফ্রিড ভন হের্ডার (Johann Gottfried Von Herder ১৭৪৪-১৮০৩) ও দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট (Immanuel Kant ১৭২৪-১৮০৪)[১] এবং ইংল্যান্ডের ঐতিহ্য-সাধক বিশপ থমাস পার্সির (Bishop Thomas Percy ১৭২৯-১৮১১) কাজের সঙ্গে মিল খুঁজে পাই আমাদের ঐতিহ্য-সাধক আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের (১৮৭১-১৯৪৩)। এঁদের ব্যক্তিমানস ছাড়াও দেশগত, কালগত, পরিবেশ পরিস্থিতি এবং ইতিহাসের দাবির কারণে উদ্দেশ্য ও কাজের ধরনে কিছু পার্থক্য অনিবার্য ভাবেই আছে। তবে মৌল অনুসন্ধান প্রবণতায় এঁদের মিলটা খুব তাৎপর্যপূর্ণভাবে চোখে পড়ে। জাতীয় ঐতিহ্য, মাতৃভাষা ও সাহিত্যের পুনর্গঠন, সংহতকরণ ও তার মাধ্যমে ভাষা, ভূগোল ও সংস্কৃতির প্রবহমান মানবিক ও জাতীয় ধারায় বিকাশ সাধনে আজীবন ব্যাপৃত ছিলেন এঁরা। প্রকৃত দেশপ্রেমিকতা ও স্বদেশ অন্বেষাকে মর্মমূলে ধারণ করতে না পারলে এ ধরনের ভেতর-অনুসন্ধানী মৌলিক কাজ করা যায় না। এঁদের সাধন কর্মে জাতীয়তাবাদী ও রোমান্টিক চেতনায় ছাপ পড়েছে—প্রবলভাবেই পড়েছে। তবে, সেই সঙ্গে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের নগরবাসী নতুন মধ্যবিত্তের উচ্ছ্বাসময়তা ও এলিটিস্ট এ্যাপ্রোচের চেয়ে সাম্প্রতিককালের empirical research paradigm-এর প্রবণতা এঁদের চিন্তা-চেতনায় বেশি। এঁরা শুধুই শহরবাসী নিষ্ক্রিয় (passive) ঐতিহ্য-প্রেমিক নন—গ্রামে, পল্লির প্রত্যন্ত অঞ্চলে এমনকি দুর্গম অঞ্চলেই এঁদের সংগ্রহ-কর্মের ক্লান্তিকর, দুঃসহ এমনকি অবমাননাকর দিবসরজনী অতিবাহিত হয়েছে।

আমাদের দেশেও কোনো কোনো ঐতিহ্য-সাধক গ্রাম বাংলায় না যেয়েও গ্রামীণ সাহিত্য-শিল্প নিয়ে কাজ করেছেন। কিন্তু আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ গ্রামেগঞ্জে সফর-সমীক্ষা করে দীক্ষিত মানুষের অনুপ্রেরণায় কাজ করেছেন বলেই তাঁর কাজের মূল্য আলাদা, তাৎপর্য ভিন্ন। তিনি মাতৃভাষা, বাঙালি মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, বাংলার সংস্কৃতির মৌলিক ভিত্তি এবং সাধারণ মানুষের সৃজনশীলতার স্তরটিকে (creative layers of the common people) সুবিন্যস্ত করে তুলে ধরেন। খুব বড় ব্যাপার ছিলো এটা। আসলে,

একজন দেশপ্রেমিকের ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন তিনি। এর মধ্য দিয়ে তিনি বাংলাদেশের জাতীয়তা ও সংস্কৃতির ইতিহাস-নিষ্ঠ 'মডেল' নির্মাণ করেছেন—যার ভিত্তিতে বর্তমানের পুনর্গঠন ও ভবিষ্যতের নব নির্মাণ সম্ভব।

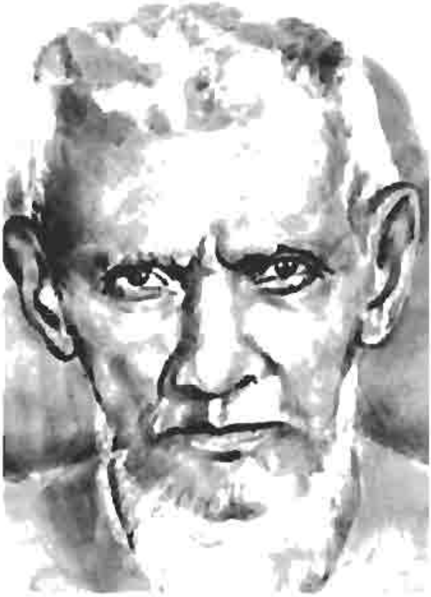

ঐতিহ্য-সাধক বাঙালি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ

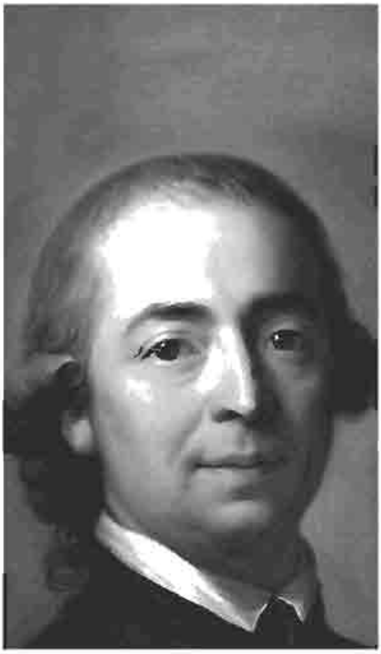

জার্মানির ঐতিহ্য-প্রেমিক ইয়োহান গডফ্রিড ভন হের্ডার

জার্মান ঐতিহ্য-প্রেমিক গডফ্রিড হের্ডার বলেছেন :

> a nation...has nothing more valuable than the language of its fathers. In it lives its entire spiritual treasury of tradition, history, religion, and principles of life, all its heart and soul. To deprive such a nation of its language, or to demean it is to deprive it of its sole immortal possession trasmitted from parents to children.[২]

মাতৃভাষা ও লৌকিক সংস্কৃতির প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই লুকিয়ে আছে আধুনিকতা। জার্মানিতে-ইংল্যান্ডে এটা অষ্টাদশ শতকে লক্ষ করা গেছে। ফিনল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড বা বাংলাদেশের মতো দীর্ঘকালীন পরাধীন দেশে মাতৃভাষা বা Vernacular-এর প্রতি নতুন আগ্রহ, কৌতূহল ও পূর্ণ অভিনিবেশ ঊনবিংশ শতাব্দীর ঘটনা। আর এই ঘটনার তাৎপর্য অসামান্য। আধুনিক জাতীয়তাবাদ, রাষ্ট্রকামনা ও উদার মানবিক চেতনার দৃষ্টি এর মূল লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে।

সরদার ফজলুল করিম

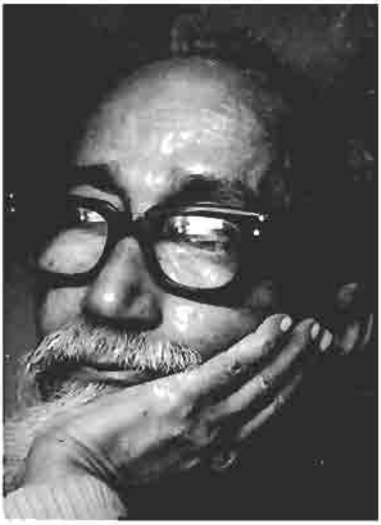

মনীষী অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক

মাতৃভাষা ও জাতীয়তাবোধ

আমাদের বক্তব্যকে আরো পরিষ্কার করে তোলার জন্য অসামান্য পণ্ডিত বাংলাদেশের সাবেক জাতীয় অধ্যাপক মরহুম আবদুর রাজ্জাকের আলাপচারিতা থেকে কিছু কিছু অংশ চয়ন করছি। তিনি আমাদের উপমহাদেশের পটভূমিকায় বলেছেন :

১. 'দেশীয় সব ভাষার চর্চাই হচ্ছে উনিশ শতকের বৈশিষ্ট্য';

২. 'দেশী ভাষার চর্চা যারা করেছেন তাঁরাই গুরুত্বপূর্ণ, ইম্পরট্যান্ট';

৩. 'সবার আগে রামমোহন রায় বাংলা লেখা শুরু করেন। আমিতো মনে করি, বাংলা ব্যাকরণই তাঁর ক্লেইম টু ফেইম। রামমোহনের সঙ্গে স্যার সৈয়দের মিল এখানে। সারাটা জীবন স্যার সৈয়দ খালি উর্দুতে লিখেছেন। কী লিখেছেন সেটা আসল কথা নয়। কিসে লিখেছেন সেটাই কথা। উর্দুর এই চর্চাই তাঁর মনুমেন্ট, তাঁর কীর্তিস্তম্ভ।[৩]

মনীষী অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের এই মূল্যায়ন বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। তিনি মূল সূত্রটি ধরিয়ে দিয়েছেন। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের বাংলা পুথি চর্চার তাৎপর্য এখান থেকেও বুঝে নেওয়া যেতে পারে। দেলওয়ার হোসেন আহমদ বা আদালত খান বিদ্বান ও প্রতিভাবান ছিলেন[৪], কিন্তু তাঁদের কাজ এখন শুধু গবেষণার বিষয়, পণ্ডিতের কৌতূহলের এলাকায় সীমাবদ্ধ। অন্যদিকে শিকড় সন্ধানী মুন্‌শী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ পুনরুদ্ধার ও পুনর্নির্মাণ করেছিলেন এক হারানো রত্নদ্বীপ। আর তাই অমন গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে বাংলাকে বাঙালি মুসলমানদের মাতৃভাষা ও জাতীয় ভাষা হিসেবে ঘোষণা করতে পেরেছিলেন। এ

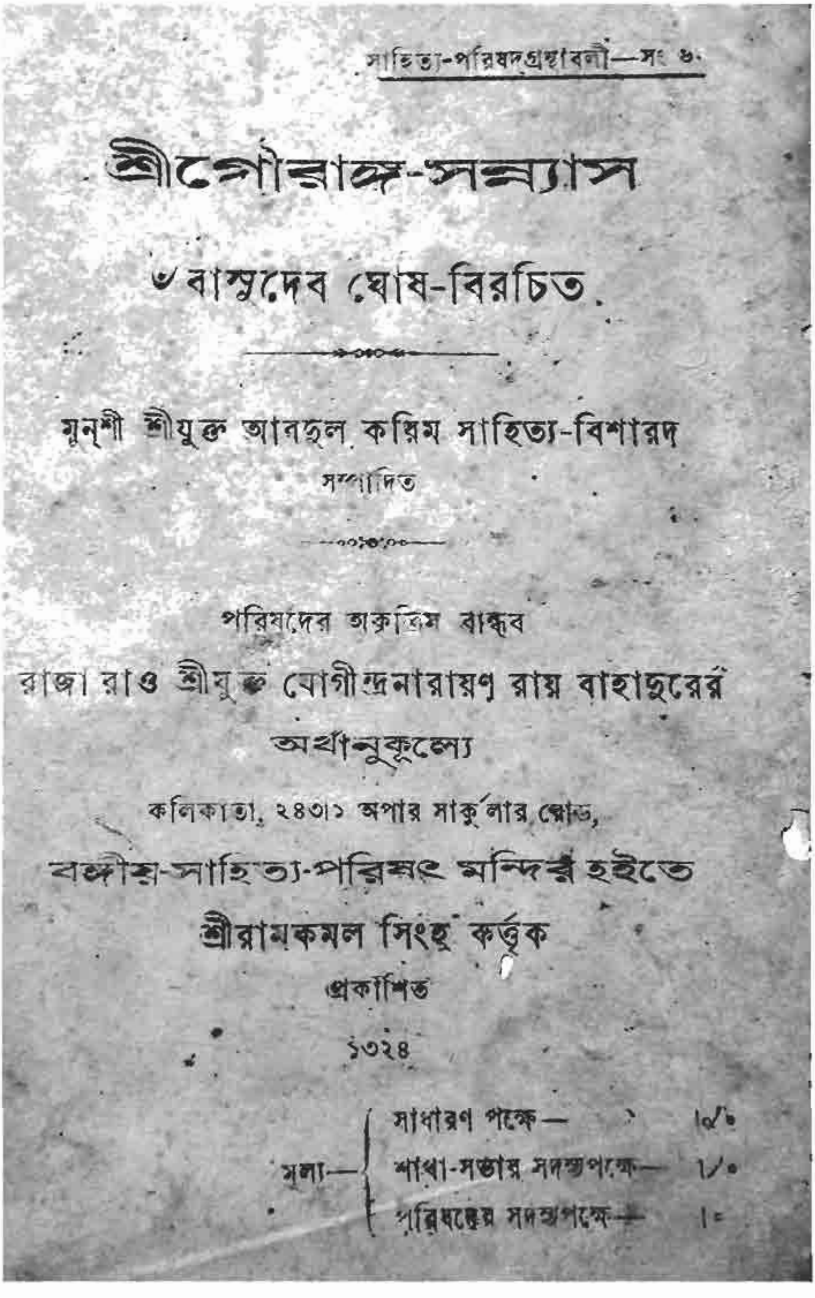

সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী—সং ৬০

শ্রীগৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস

৺বাসুদেব ঘোষ-বিরচিত।

মুন্‌শী শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ
সম্পাদিত

পরিষদের অকৃত্রিম বান্ধব
রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের
অর্থানুকূল্যে
কলিকাতা, ২৪৩৷১ অপার সার্কুলার রোড,
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

১৩২৪

মূল্য—
সাধারণ পক্ষে— ।৶০
শাখা-সভার সদস্যপক্ষে— ৷৴০
পরিষদের সদস্যপক্ষে— ।=

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত গ্রন্থের প্রচ্ছদ

থেকেই তাঁর জাতীয়তাবোধ, ভবিষ্যত দৃষ্টি এবং প্রজ্ঞার পরিচয় পাই। তিনি বেঁচে থাকবেন এবং ইতিহাসে নিজস্ব জায়গাটিতে উজ্জ্বলতা পাবেন। সাহিত্যবিশারদ বলেছেন :

> যতই অযোগ্য হই না কেন, অন্য সকলের মতো মাতৃভাষার সেবা করিবার অধিকার আমার ছিল এবং আছে। সে অধিকার বলে ক্ষুদ্র শক্তিটুকু লইয়া আমার যাহা করিবার ছিল, আমি তাহা সাধ্যমত করিয়াছি। তজ্জন্য পুরস্কার ও তিরস্কার উভয়ই আমার শিরোধার্য।[৫]

প্রাজ্ঞ সাহিত্য-সাধকের এই উক্তির মধ্যেই তাঁর প্রত্যয় ও ঐতিহ্য-বোধের গভীরতা ধরা পড়েছে। ইতিহাসের সারাৎসার ঘেঁটেই তিনি গড়ে তুলেছেন তাঁর বিশ্বদৃষ্টির (world view) স্বচ্ছতা। সে জন্যেই খ্রিষ্টীয় ১৯১৮ সালে তিনি প্রচণ্ড আস্থা ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারেন :

> বাঙ্গালার মুসলমানদের পৈতৃক জন্মভূমি যেখানেই হউক না কেন, বাঙ্গালায় পদার্পণ করিয়া অবধি তাঁহারা খাঁটি বাঙ্গালীই হইয়া গিয়াছেন, এ কথা বোধ হয় কোন শত্রুও অস্বীকার করিতে পারে না। সুতরাং স্বাভাবিক নিয়মেই বটে, বাঙ্গালা দেশের প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষাও তাহাদের মাতৃভাষা ও জাতীয় ভাষার স্থানাধিকার করিয়া এত যুগ যুগান্তর পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু অধুনা কিঞ্চিৎ পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা উদরস্থ করিয়া আমাদের মধ্যে কয়েকজন লোক সুবুদ্ধি কি কুবুদ্ধির প্ররোচনায় বলিতে পারি না, বাঙ্গালা ভাষাকে হিন্দুর ভাষা বোধে বাতিল করিয়া তৎস্থলে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের উর্দ্দু ভাষাকে আপনাদের মাতৃভাষা ও জাতীয় ভাষার স্থলাভিষিক্ত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। সর্ব্বপ্রকারে বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করা সত্ত্বেও অনেকে উহাকে মাতৃভাষা বলিয়াই স্বীকার করিতে চাহেন না; আবার অনেকে উহাকে মাতৃভাষা স্বীকার করিয়াও আপনাদের জাতীয় ভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে নারাজ।[৬]

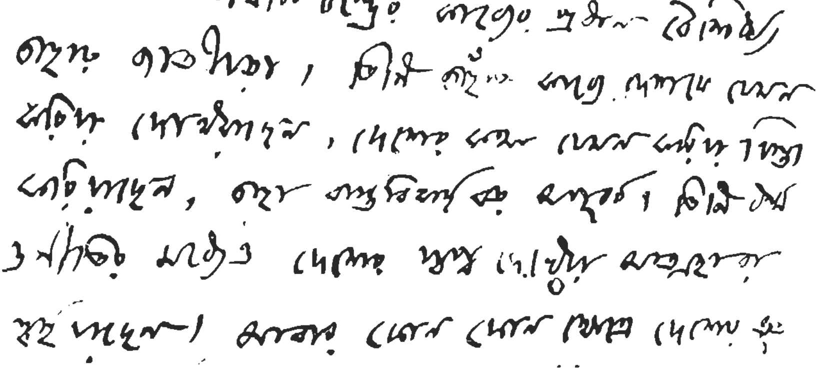

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের হস্তাক্ষর

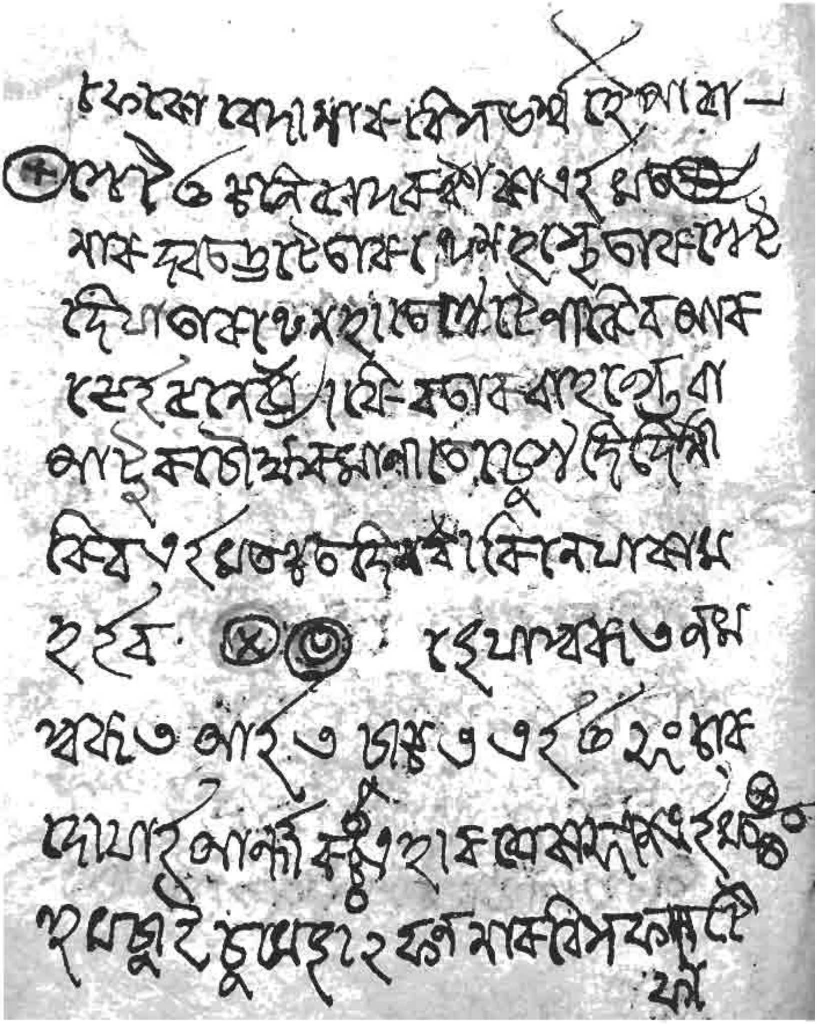

চট্টগ্রামের পটিয়ার সুচক্রদণ্ডী গ্রামে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের বাড়িতে সংরক্ষিত পুথির একটি পৃষ্ঠা

পুথি-সংগ্রাহক থেকে ঐতিহ্য-সাধনা

পুথি সংগ্রহের সুবাদেই সাহিত্যবিশারদ মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার ওতপ্রোত সম্পর্ক ও এর শিকড় সংলগ্নতার সন্ধান পান। ফলে তাঁর পক্ষে এই সাংস্কৃতিক, মানসিক ও আত্মপরিচয়ের সংকটজনিত ঐতিহাসিক বাধা অতিক্রম করা সহজ হয়। পুথি সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের এই ভাষা বিতর্ক নানা তীব্রতা[৭] তির্যকতায় উপস্থাপিত হয়েছে। মধ্যযুগের কবিরা এ বিষয়ে যে ঐতিহ্য নির্মাণ করে গেছেন সাহিত্যবিশারদ সেই ধারাবাহিকতাকে নিজস্ব ভঙ্গিতে

উপস্থাপন করে—আমাদের নব্য শিক্ষিত ও অভিজাতদের বোধের আবিলতা ও ঐতিহ্য চিন্তার অবৈজ্ঞানিকতাকে ইতিহাসের উপরে দাঁড়িয়েই প্রত্যাখ্যান করেছেন। পুথি সাহিত্যের চর্চা তাঁকে বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সুষ্ঠু পথরেখাকে চিনতে সাহায্য করেছে এবং সেই ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে একজন নিবেদিতপ্রাণ ঐতিহ্য-সাধকের ভূমিকায় অবতীর্ণ করেছে। তাঁর বাংলা পুথির চর্চা ও পুথির জগতে বিচরণ তাঁকে নগরবাসী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বিচ্ছিন্নতা বা এলিয়েশন কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। খুবই উল্লেখ্য যে, মধ্যযুগের পুথি সাহিত্যের চর্চা তাঁকে মৃত্তিকাসংলগ্ন—কিন্তু অনবরত পরিশীলিত, পরিশুদ্ধ ও আধুনিক করেছে। এই বিষয়টিও আমাদের সবিশেষ অভিনিবেশ ও যথাযথ মূল্যায়ন দাবি করে।

সাহিত্যবিশারদের ঐতিহ্য চিন্তার পরিচয় পাই ১৯৫১ সালে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলনে দেওয়া তাঁর ভাষণে। তাতে তিনি বলেন :

> ঐতিহ্যের প্রেম সংস্কৃতি সাধনার সোপান। দেশের ইতিহাস এই জন্যই ভাল রূপে জানা দরকার।...
>
> ভুলিয়া যাইবেন না, অতীত আমাদের ভবিষ্যতের পথ প্রদর্শন করে। সেই আলোকে আমাদের বর্ত্তমান নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। এই জন্য ঐতিহ্যের কথা বার বার স্মরণ রাখা দরকার।...
>
> ...মনে রাখিবেন ঐতিহ্য হইতে দূরে সরিয়া যাওয়ার অর্থ, জীবন হইতে দূরে সরিয়া যাওয়া। জীবন হইতে দূরে সরিয়া যাওয়ার অর্থ মৃত্যু।
>
> ঐতিহ্যের সহিত দেশের ইতিহাস, ধর্ম্ম, ভাষা, লৌকিক আচার, জলবায়ু, গাছপালা, এমন কি তরুলতা পর্যন্ত জড়িত।...
>
> ...হুসেন শাহ, পরাগল খাঁ, ছুটি খাঁ ও অন্যান্য বহু খান-খানান, পাঠান নৃপতিগণ ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। রাজ্যত্ব স্থায়ী করিতে হইলে দেশের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা উচিত। তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই নিজেদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্য রচনায় উৎসাহ দিয়াছিলেন। , তাঁরা ভাষার নিপীড়ন আরম্ভ করেন নাই, অন্য ভাষা চাপাইয়া দেওয়ার নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করেন নাই।
>
> ...তরুণ বন্ধুগণ, অগ্রসর হউন। সর্ব্বমানবের সংস্কৃতি গড়িয়া তুলুন। ...চার শ বছরের সংস্কৃতির সম্পদে আজ আপনারা ঐশ্বর্য্যশালী। আপনারা সফল হইবেন। অগ্রসর হউন। জোর কদম।[৮]

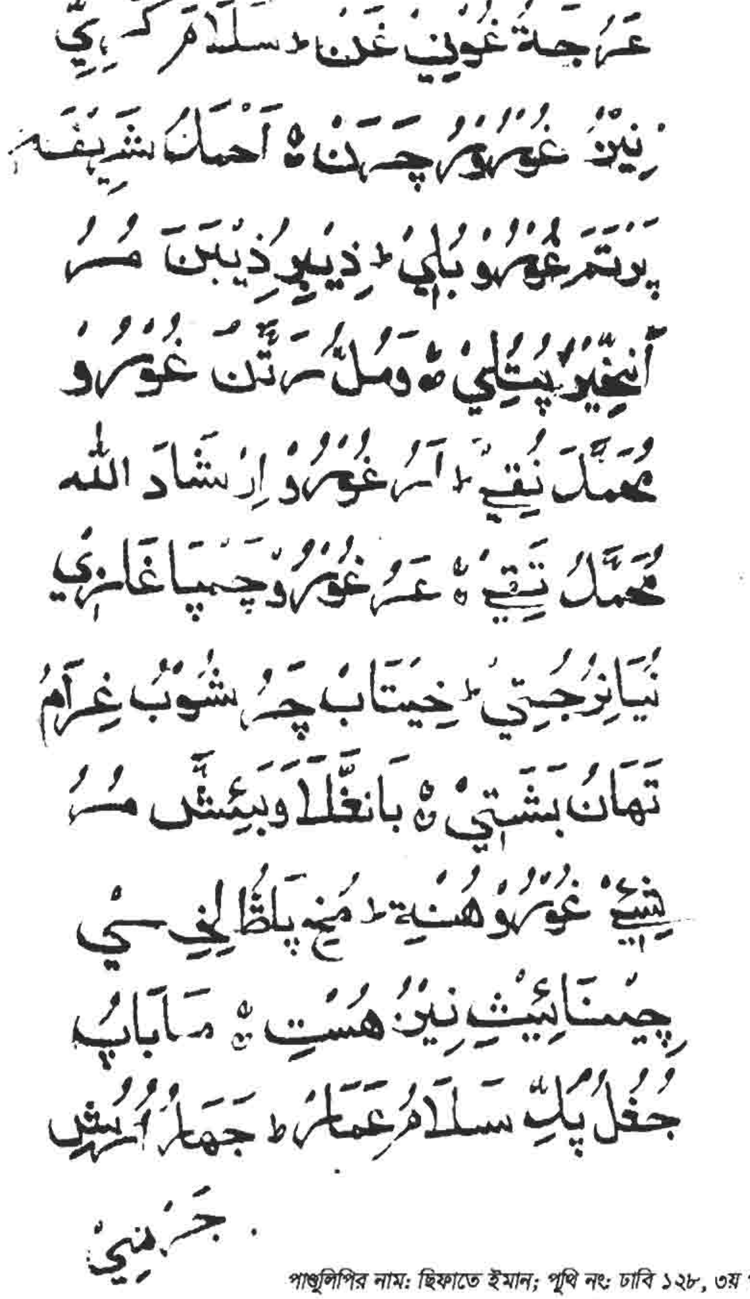

পাণ্ডুলিপির নাম: ছিফাতে ইমান; পুথি নং: ঢাবি ১২৮, ৩য় পৃষ্ঠা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি

সাহিত্যবিশারদের বৈশ্বিক দৃষ্টি

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের উপর্যুক্ত ইতিহাসবোধ সম্পন্ন প্রাজ্ঞ মন্তব্য আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও তার গঠনকাঠামো সম্পর্কে বিশেষ ধারণা দেয়। তিনি গোটা পৃথিবীর সমকালীন রাজনীতি ও সংস্কৃতির ইতিহাস গভীরভাবে অধ্যয়ন করেই তাঁর সার্বিক জীবনদৃষ্টি লাভ করেন। সাহিত্যবিশারদ তাঁর এই ইতিহাসের ভেতরে হাঁটা অভিজ্ঞতার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন এভাবে :

> আমার জীবনে অন্ততঃ ষাট বছরের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত আছে। এই দেশে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য বিপ্লব-বিবর্ত্তন না ঘটিলেও সংঘাত-ক্ষুব্ধ ইয়োরোপের বিগত ষাট সত্তর বছরের বিচিত্র ও বিস্ময়কর বিবর্ত্তনের সাথে আমার প্রায় প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে। একদিকে বিসমার্ক, গ্যারিবল্ডি, হিটলার, মুসোলিনী, এব্রাহাম লিঙ্কন, লেনিন প্রমুখ রাজনীতিবিদ্; অপরদিকে কান্ট, বার্গস, নিটশে, হেগেল, কোঁতে, মিল, বেন্থাম, মার্কস্, গোর্কি প্রমুখ সমাজতত্ত্ববিদ ও দার্শনিকের প্রভাব-প্রতিপত্তি-সংক্ষুব্ধ ইয়োরোপের সংঘাত বিবর্ত্তন ও রূপান্তরের খবর জানি। তাহাতে এই অভিজ্ঞতা হইয়াছে যে, মানুষ চিরকাল একাধারে স্বার্থ-সর্বস্ব ও নূতনের পিপাসু থাকিবে। কোন নিয়ম-নীতির বন্ধন দিয়া তাহাকে চিরন্তন স্থিতিশীল বন্ধনে বাঁধা যাইবে না। মানুষের দেহ শুধু সচল নয়, তার মনও চঞ্চল এবং গতিশীল। তাই মানুষ চিরকাল পুরাতনকে বর্জ্জন করিয়া নূতন কিছু অবলম্বন করিবার জন্য ব্যগ্র থাকিবে। ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা বরাবর বিবর্ত্তিত হইতে থাকিবে।

১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সম্মেলনে আগত অতিথিদের সঙ্গে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ

মানুষের এই স্বার্থপরতা, নূতনের পিপাসা, চিত্তচাঞ্চল্য ও গতিশীলতাই সংস্কৃতির উৎস, অর্থাৎ ইহাদের সম্মিলিত অভিব্যক্তিই সংস্কৃতি।...

...সংস্কৃতির জন্ম-প্রেরণা যেখান হইতেই আসুক না কেন, সংস্কৃতির উন্মেষ, বিকাশ ও প্রসার পরিবেশ-নিরপেক্ষ নহে। এই পরিবেশনের সাধন-

ঐতিহ্য-সাধক আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ

উপাদান ঐতিহ্য। ঐতিহ্যকে অস্বীকার করার অর্থ ভিত্তিকে অস্বীকার করা। মাটি ভিত্তি করিয়া তাজমহল দাঁড়াইয়া আছে। সেই মাটির গুরুত্ব অনেকখানি। ইহা ছাড়া তাজমহল তৈরি সম্ভব ছিল না। তেমনি ঐতিহ্য সম্পর্কবিহীন সংস্কৃতি-সাধনাও অসম্ভব। ঐতিহ্যে যাহা কিছু ভাল তাহার অনুসরণ এবং যাহা কিছু নিন্দনীয় তাহার বর্জ্জনেই নতুন জীবনাদর্শের সন্ধান মিলে। সংস্কৃতির রূপান্তরও এই ভাবেই ঘটে।[৯]

সাহিত্যবিশারদের এই বক্তব্যের চেয়ে প্রাজ্ঞ উক্তি আর কী হতে পারে?

পুথি প্রেমী ধ্যান-নিমগ্ন যোগী

গ্রামীণ বাংলাদেশের অনক্ষর কৃষি সমাজে পুথির ভূমিকা ছিলো বিরাট। প্রকৃতপক্ষে দেহতি মানুষের জ্ঞান-তৃষ্ণা ও বিনোদন-চাহিদা ধারার প্রকাশ পুথির মাধ্যমেই মিটেছে (dissemination of indigenous knowledge)। শিক্ষালাভ ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা (Cultural literacy) লাভের পদ্ধতিই ছিল পুথি-নির্ভর। সাধারণ মানুষ তাদের চিত্তের প্রশান্তি ও সাংস্কৃতিক রস পিপাসার নিবৃত্তির জন্য পুথিকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে পেয়েছিল। শুধু তাই নয়, মধ্যযুগের বাঙালি মুসলমান কবি ও অগণন লোককবি কবিয়াল বয়াতিরাই বাংলাদেশের সমন্বিত সংস্কৃতিভিত্তিক জাতীয় আত্মপরিচয়ের রূপরেখা নির্ধারণ করেছেন। এ কাজ মৌলিক নবজাগরণের ভিত্তি নির্মাণ করেছে।

১৪৪তম
ন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন
বাংলা একাডেমি
স্বাগত ভাষণ : অধ্যাপক
বক্তা : গোলাম মুস্তাফা
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
সভাপতি : ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান
সভাপতি, বাংলা একাডেমি
আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তন, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

বাংলা একাডেমি আয়োজিত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের জন্মবার্ষিকীর আলোচনা অনুষ্ঠানমঞ্চে এমিরেটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান ও অধ্যাপক গোলাম মুস্তাফা

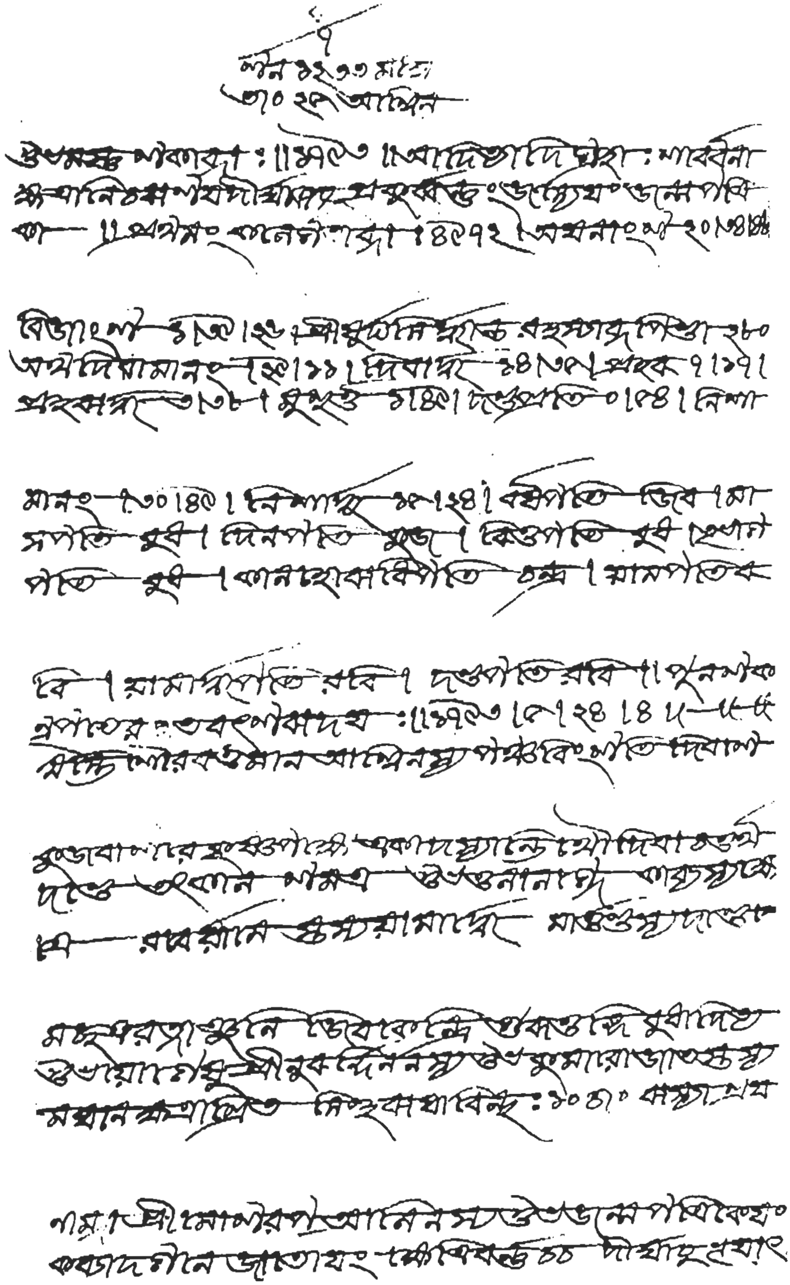

শন ১২৭৮ সাল
তাং ২৫ আশ্বিন

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের কোষ্ঠী, যেখানে তাঁর জন্ম ১১ অক্টোবর ১৮৭১ উল্লেখ রয়েছে

ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ভৌগোলিক কারণে চট্টগ্রাম ছিলো এই পুথি সাহিত্যের বিশাল ও চলমান ভাণ্ডার। মধ্যযুগের বিপুল সংখ্যক কবির জন্মস্থান এই চট্টগ্রাম। এখানকার জনগোষ্ঠীর গঠন, নানা নৃজাতির মাইগ্রেশনও এ অঞ্চলের সংস্কৃতিতে মিশ্র ভাষারীতির বিকাশ ঘটিয়াছিলো। আরাকান রাজসভায় কবি ও পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতাও পুথি সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারের সহায়ক হয়। এই সূত্রেই কথ্য সাহিত্য (oral literature) ও 'মুখপণ্ডিত'দের (non-literate rural Bard) অবদান চট্টগ্রামের গ্রামীণ সমাজ সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। এই সাংস্কৃতিক ধারার শ্রেষ্ঠ সংগঠক, মাঠগবেষক ও মূল্যায়নকারী ছিলেন মুন্‌শী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। বিশ্ব রাজনীতি-সমাজনীতির ইতিহাস এবং মাতৃভাষা ও বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ তাঁর কাজকে নিবিড় ও গভীর করেছিলো। সাহিত্যবিশারদ বলেছেন :

> অত্যল্প বয়সে (উনিশ বিশ বছরের বেশী নয়) আমি মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগী হই। চণ্ডীদাসের পদাবলী পাঠ করিয়া বিশেষতঃ বাড়িতে পূর্বপুরুষের সঞ্চিত প্রাচীন পুথিপত্রের স্তুপ দেখিয়া সেই অনুরাগ বিশেষভাবে সম্মুখিত হইয়া ওঠে। নিজ বাড়িতে ও পাড়া প্রতিবেশীর বাড়িতে তখন হামেশাই পুথি পড়ার মজলিশ বসিত। কিছু না বুঝিলেও সেই মজলিশে গিয়া আলাওলের পুথি পড়া শুনিতাম।... এইভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি আমার একটা অনুরাগ জন্মে। তাহাই ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে মনকে সাহিত্যের বিশেষতঃ প্রাচীন সাহিত্যের রসাস্বাদনে একান্ত লোলুপ করিয়া তোলে। বলিতে কি, প্রাচীন পুথির সন্ধান আবিষ্কার আমার যেন একটা ধ্যানের বস্তু হইয়া উঠে। সারাজীবন আমি ধ্যান-নিমগ্ন যোগীর ন্যায় সেই এক ধ্যানেই কাটাইয়াছি।[১০]

চট্টগ্রামের পটিয়ার সুচক্রদণ্ডী গ্রামে সংরক্ষিত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের ব্যবহৃত সামগ্রী

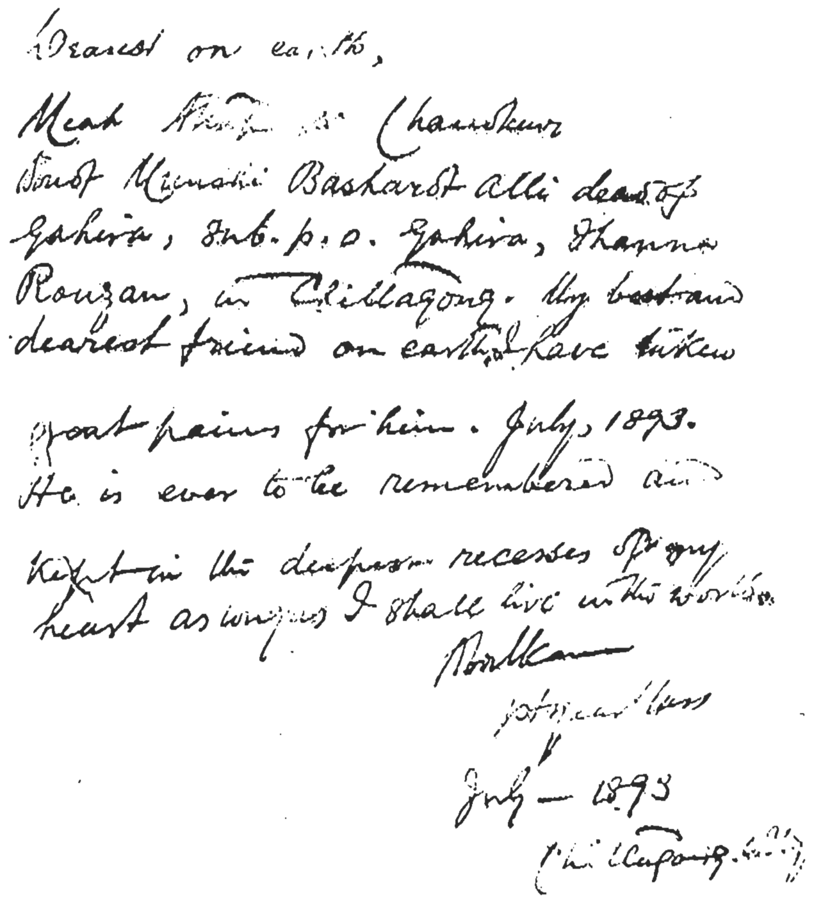

Dearest on earth,

Meah [illegible] Chaudhury
Son of Munshi Basharat Alli dead of
Gahira, Sub. p.o. Gahira, Thanna
Rouzan, in Chittagong. My best and
dearest friend on earth. I have taken
great pains for him. July, 1893.
He is ever to be remembered and
kept in the deepest recesses of my
heart as long as I shall live in this world.

[illegible]
July — 1893
Chittagong.

১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে রচিত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের ইংরেজি হস্তাক্ষর

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় সাহিত্যবিশারদের অবদান

সাহিত্যবিশারদের কাজের মূল্যায়ন করা সহজ ব্যাপার নয়। এর জন্য গভীর ইতিহাস ও সংস্কৃতিবোধ এবং জনমানুষের জীবনযাত্রা, তাদের মানস জগত ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান প্রয়োজন। সে বিষয়ে ঊনতায় আমাদের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন নিম্নে উত্তীর্ণ হলো :

১. সাহিত্যবিশারদের পুথি সংগ্রহের মাধ্যমে হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিকতা সুস্পষ্ট হয়েছে;

২. বহু নতুন কবির রচনা আবিষ্কার ও তার পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটেছে;

৩. তিনি বহু পুথির সময়কাল, লেখকের পরিচিতি ও সময় নির্ধারণ করেছেন, বহু তথ্য ও তত্ত্বের প্রামাণিকরণ করেছেন;

৪. ঐতিহাসিক ড. আবদুল করিমের অনুসরণে বলা যায়, "নিজ সাধনা, কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের দ্বারা আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এমন অমূল্য সম্পদ আবিষ্কার, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেন, যার ফলে গোটা দেশ ও জাতি অপূর্ব গৌরবে উদ্ভাসিত;"

৫. তিনি এমন সব পুথি সংগ্রহ ও নিপুণভাবে সম্পাদনা করেন—যা শুধু তাঁর মতো পণ্ডিত ও নিষ্ঠাবান সাধকের পক্ষেই সম্ভব ছিলো। তাঁকে যে জার্মান সম্পাদকের সঙ্গে তুলনা করা হয় তাতে অতিশোয়েক্তি নেই;

৬. তাঁর সংগ্রহ/তথ্য-নির্দেশ ও সম্পাদকীয় মূল্যায়ন না পেলে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নালিনীকান্ত ভট্টশালী, ড. দীনেশচন্দ্র সেন, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ব্যোমকেশ মুস্তাফী. ড. মুহম্মদ এনামুল হক প্রমুখের অনেক উল্লেখযোগ্য কাজ হয়তো করা সম্ভব হতো না;

৭. সাহিত্যবিশারদের আবিষ্কারের ফলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় সংযোজন করতে হয়;

৮. তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের বহু শূন্যতা পূরণ করেছেন;

৯. তাঁর সংগৃহীত পুথি ছাড়া বাংলা সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখা অসম্ভব।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ কোষ গ্রন্থাগার
Abdul Karim Sahityavisharad Reference Library

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ কোষ গ্রন্থাগার

আবদুল করিম
সাহিত্য বিশারদ
রচনাবলী
১ম খণ্ড
রমেশচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ রচনাবলী *প্রকাশনার প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন চট্টগ্রামের রমেশচন্দ্র গুপ্ত*
১৯৬৮ *খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত রচনাবলীর প্রথম খণ্ডের প্রচ্ছদ*

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আশুতোষ ভট্টাচার্য

ঐতিহ্য-সাধকের ফোকলোর চর্চা

পুথি সাহিত্যের বিশাল, জটিল ও আয়াস সাধ্য জগতের বাইরে তাঁর ফোকলোর চর্চারও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। পুথি সংগ্রহের ব্যাপারে নিজ নিজ জেলার বাইরেও হাত বাড়িয়েছেন। কিন্তু শিশুতোষ ছড়া, ঘুমপাড়ানি গান, বিয়ের গান, ধাঁধা, বারোবাসী ও "লৌকিক ব্রত-বিবরণ" সংগ্রহের ক্ষেত্রে তিনি নিজ জেলা চট্টগ্রাম এবং বিশেষ করে নিজস্ব অঞ্চল দক্ষিণ চট্টগ্রামেই বিশেষভাবে কাজ করেছেন। সম্ভবত একজন প্রখর কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন গবেষক হিসেবে তিনি অনুধাবন করেছিলেন—ফোকলোরের অর্থ ও মেটাফোর (meaning and metaphor) বোঝার জন্য স্থানীয় উপভাষা, নিজস্ব সংস্কৃতি ও স্থানিক জনগোষ্ঠীতে কাজ করাই বিশেষ ফলপ্রসূ। তিনি সম্ভবত সে কথা মনে রেখেই তাঁর কাজের এলাকা ও বিষয় নির্ধারণ করেন। তবে, তিনি রবীন্দ্রনাথের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই লোকসাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্য বিষয়ক রচনা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩০১ বাংলা সনে *বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়*। অন্যদিকে সাহিত্যবিশারদ বিষয়টিকে আয়ত্তে এনে যথাযথভাবে সংগ্রহ করে—তা প্রকাশ করেন ওই একই পত্রিকায় ১৩০৯ বঙ্গাব্দে।[১১]

সাহিত্যবিশারদ ফোকলোরের একটি প্রধান বিষয় 'লোকাচার' (Folk-ritual) সম্পর্কে লোকব্রত বিষয়ক প্রবন্ধে বলেছেন :

> প্রসিদ্ধি আছে, লোকাচার শাস্ত্র অপেক্ষা বড়; কেবল প্রসিদ্ধি নয়, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মতও বটে। এই কারণেই যুগে যুগে সকল সমাজেই শাস্ত্রাপেক্ষা

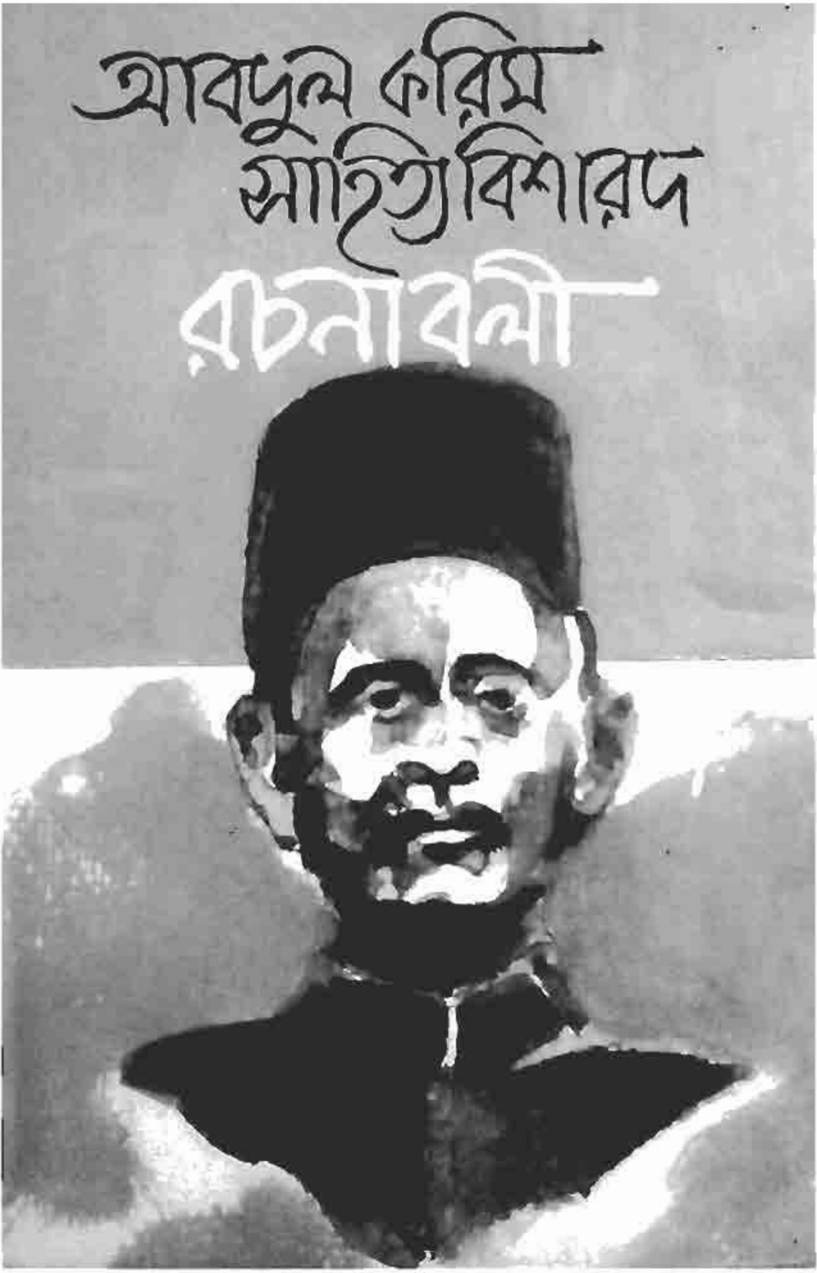
আবদুল করিম
সাহিত্যবিশারদ
রচনাবলী

বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত এবং আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত
আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ডের প্রচ্ছদ

> লোকাচারের সমাদার বেশি এবং জগতের প্রায় সকল জাতির মধ্যেই বহুতর শাস্ত্রবহির্ভূত আচার-অনুষ্ঠান আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে।[১২]

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের লোক-সাহিত্য চর্চার বিশিষ্টতা বর্ণনা করতে যেয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্য বঙ্গদেশে প্রচলিত একটি অতি বিখ্যাত ছড়ার পাঠান্তর আবিষ্কার করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের কথা উল্লেখ করেছেন। ভট্টাচার্য সাহিত্যবিশারদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে যেয়ে লোক-ছড়া বিশেষ করে শিশুতোষ ছড়ার দেশ-দেশান্তর ভ্রমণ এবং সেই সুবাদে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ইতিহাস বা পরিবেশ-পরিস্থিতি বা সামাজিক রীতি-নীতির সঙ্গে সংযোগের বিষয়টির ওপর জোর দিয়ে লোকজ সংস্কৃতির জঙ্গমতাকে তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন:

> Rabindranath stated that the nursery rhymes like rainless clouds in an autumnal sky move about lightly from place to place; they are never static, We could not have known the distance the nursery rhymes covered in the course of their migration unless we could have known the existence of number of them which originated one time at the remote border areas of west Bengal and spread as far as the farthest corner of East Pakistan (now Bangladesh). The following sleep-inducing song is a remarkable instance to prove the statement of Tagore.[১৩]

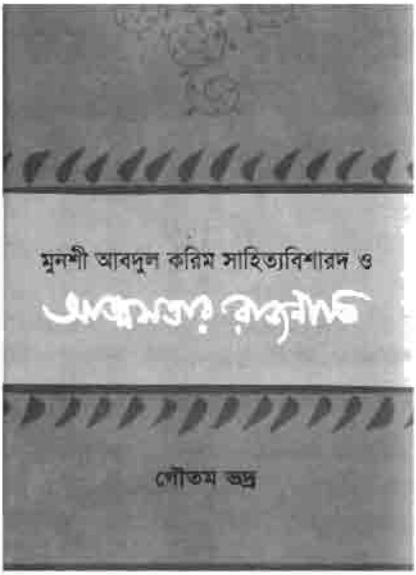

গৌতম ভদ্র রচিত গ্রন্থের প্রচ্ছদ

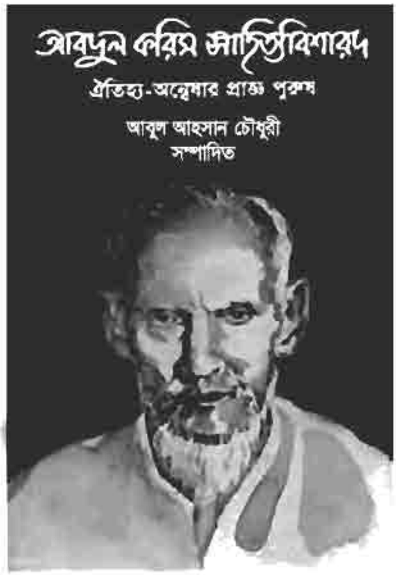

আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত গ্রন্থের প্রচ্ছদ

অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর ওই প্রবন্ধে মূল যে বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তার মর্মার্থ এরকম :

নিচের ছড়াটি পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলা থেকে বাংলা ১৩০২ সালে সংগ্রহ করেন কান্তি রঞ্জন রায় বিদ্যাবল্লভ এবং ওই বছরেই তা প্রকাশিত হয় *বঙ্গীয় সহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়*। শিশুদের ঘুমপাড়ানি ছড়াটি এরকম :

ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়াল বর্গী এল দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিবে কিসে।[১৪]

অন্যদিকে মুন্‌শী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ১৩০৯-এ চট্টগ্রাম থেকে এর যে পাঠান্তর (variation) সংগ্রহ করেন তা নিম্নরূপ :

মণি ঘুমাইল পাড়া জুড়াইল গোর্কি আইল দেশে।
টিয়া পাখীএ ধান খাইল খাজনা দিবে কিসে।[১৫]

এই পাঠান্তরের কারণ সহজেই অনুমেয়। 'বর্গী' চট্টগ্রামে আসে নাই। শব্দ সাদৃশ্যগত গোর্কিই চট্টগ্রামের বাস্তবতা। এই বাস্তবতার নজির সংগ্রহ করেছিলেন তিনি। ফোকলোর যে সাহিত্যের মত স্থির নয়, সামাজিক বাস্তবতার ভিন্নতায় নিরন্তর পরিবর্তনশীল তারও চমৎকার উদাহরণ ছড়াটির ভিন্ন দুটি পাঠ।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সংগৃহীত বিয়ের গানেও একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছেন ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য। তা হল–হিন্দুদের বিয়ের গানে এক ধরনের stereotype *রামায়ণের* অনুসরণে মুসলিম বিয়েতে সাধারণ মানুষ হিসেবেই তারা উপস্থাপিত। এতে গার্হস্থ্য-চিত্রই প্রধান। আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন:

> But marriage songs as used to be sung by women members of the Muslim community had nothing in view of this kind and they directly expressed genuine human sentiments. There is no Sita, but only darling little daughter, no Ramachanda but only a beloved son. Therfore, marriage songs as collected by Munshi Abdul Karim Sahittya Visarad from the members of his own community in Chittagong have special merit–both literary and sociological.[১৬]

এ থেকে বোঝা যায় মুন্‌শী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ কত বড় পণ্ডিত, গবেষক ও ঐতিহ্য-সাধক ছিলেন। তাঁর মতো মৌলিক ঐতিহ্য-নিষ্ঠ ও আধুনিক পণ্ডিতই সংস্কৃতি ও বিশ্ববীক্ষার ক্ষেত্রে দিক-নির্দেশনা দিতে পারেন। সাহিত্যবিশারদ আমাদের জন্য সে কাজটিই করে গেছেন।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. সপ্তদশ শতকেও জার্মান অভিজাত ও বুদ্ধিজীবীরা ফরাসি বা ল্যাটিন ভাষায় বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা করতেন। দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টই জার্মান ভাষায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা দিয়ে পথিকৃতের এবং বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করেন।

২. *Encyclopedia Britannica,* XVII (1961), P. 58
উদ্ধৃতি : William A. Wilson, "Herder, Folklore and Romantic Nationalism", 'Journal of Popular Culture', p. 827 সূত্র : ইন্টারনেট

৩. সরদার ফজলুল করিম, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ববঙ্গীয় সমাজ : অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের আলাপচারিতা*, (ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৭)।

৪. ক. দেলোয়ার হোসেন আহমদ–উনবিংশ শতাব্দীর পশ্চিম বাংলার মুসলিম আধুনিকতাবাদীদের অন্যতম বিদ্যান। তিনি মূলত সামাজিক-সংস্কার বিষয়ক প্রবন্ধ লিখেছেন ইংরেজি ভাষায়।

খ. আদালত খান–বহুভাষাবিদ, প্রাচ্যবিদ্যাবিদ। তিনি কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যাপক এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি তুলশী দাশের *রামায়ণ* ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন।

৫. আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের অভিভাষণ সমগ্র, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১০)

৬. আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বনাম বঙ্গের মুসলমান", প্রথম প্রকাশ : *আল-এসলাম*, আশ্বিন ১৩২৫

উদ্ধৃতি : আবুল আহসান চৌধুরী (সম্পাদক), *আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১৩), পৃ. ৩০-৩১

৭. সপ্তদশ শতাব্দীর কবি আবদুল হাকিম তাঁর *নূরনামায়* বলেন :
যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ার
নিজ দেশে তেয়াগী কেন বিদেশে ন যায়॥
রাজিয়া সুলতানা (সম্পাদক), *আবদুল হাকিম রচনাবলী*, (ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৯), পৃ. ৪৭২

৮. ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রামের হরিখোলা মাঠে অনুষ্ঠিত সাহিত্য ও সংস্কৃতি-সম্মেলনে প্রদত্ত মূল সভাপতির অভিভাষণ, ১৩ মার্চ ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দ, প্রকাশ : *সীমান্ত*, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ
উদ্ধৃতি : ইসরাইল খান (সম্পাদক), *আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ অভিভাষণ সমগ্র*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১০), পৃ. ১৩১-১৩৪

৯. ২২ আগস্ট ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত পূর্ব-পাক সাংস্কৃতিক সম্মেলনে মূল সভাপতির ভাষণ-এর প্রচারিত পুস্তিকা থেকে সংকলিত।
উদ্ধৃতি : ইসরাইল খান (সম্পাদক), প্রাগুক্ত, ১৩৫-১৩৬

১০. জানুয়ারি ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত শিল্প প্রদর্শনী উপলক্ষে সাহিত্যবিশারদ-সংগৃহীত পুথির যে তালিকা প্রকাশিত হয়, সেই পুস্তিকায় তাঁর ভূমিকা। মোহাম্মদ ইদরিস আলীর "সাহিত্য-বিশারদ আবদুল করিমের সাহিত্য-সাধনা" প্রবন্ধে উদ্ধৃত।
উদ্ধৃতি : মুহম্মদ এনামুল হক ও কবীর চৌধুরী (সম্পাদক),*আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ স্মারকগ্রন্থ*, (ঢাকা বাংলা একাডেমি, ১৯৬৯), ১৩৭৬, পৃ. ১০১
তথ্যসূত্র : আবুল আহসান চৌধুরী (সম্পাদক), *আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭), পৃ. তেরো ও পঁচিশ

১১. Asutosh Bhattacharya, "Munshi Abdul Karim Sahitya Visarad and Folk-Literature of East Pakistan", Muhammad Enamul Haq (Editor), *Abdul Karim Sahitya Visarad Commemorative Volume,* (Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh, 1972), p. 270

১২. আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, "লৌকিক ব্রত-বিবরণ", আবুল আহসান চৌধুরী (সম্পাদক), *আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭), পৃ. ৭৫২

১৩. Asutosh Bhattacharya, প্রাগুক্ত

১৪. প্রাগুক্ত

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ: ২৭১

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ: ২৭৪

---

* শামসুজ্জামান খান প্রণীত *ফোকলোর আধুনিক চিন্তা* শীর্ষক গ্রন্থ থেকে সংশোধিত ও প্রাসঙ্গিক চিত্র সংযোজনের মাধ্যমে সংকলিত। প্রবন্ধে ব্যবহৃত আলোকচিত্র সম্পাদকের ব্যক্তিগত সংগ্রহ এবং বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত গ্রন্থ ভাণ্ডার ও ইন্টারনেট থেকে নির্বাচন করা করা হয়েছে।